তারিখ .... 17 JUL 2003
পৃষ্ঠা ...১৫ কলাম ... ৭....

দৈনিক
ইত্তেফাক

নীলফামারী জেলার মাদ্রাসা শিক্ষার চালচিত্র

ঘর-দুয়ার ছাত্র-ছাত্রী নেই তবুও প্রতিমাসে মিলছে সরকারী অনুদান

নীলফামারী সংবাদদাতা । অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, জেলার ৬টি উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলোর ঘর-দুয়ার, ছাত্র-ছাত্রী না থাকলেও মাসের পর মাস সরকারী অনুদানের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্র অনুযায়ী, জেলার ৬টি উপজেলায় ৮টি ফাজিল মাদ্রাসাসহ মোট ১৭৫টি মাদ্রাসা রয়েছে। হাতেগোনা ৩টি বাদে মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও বেশিরভাগ মাদ্রাসাই প্রতিমাসে ভুয়া প্রতিবেদন দাখিল করছে। প্রতিবেদনের সিকি অংশ ছাত্র-ছাত্রীর অস্তিত্ব নেই। একই ছাত্র-ছাত্রীকে পাশাপাশি একাধিক মাদ্রাসায় কাগজে-কলমে ভর্তি দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়মিত দখিনা দিয়ে প্রতি মাসে সরকারী অনুদানের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। বেশিরভাগ মাদ্রাসার ক্লাস রুম না থাকায় টিনের চালা করে বছরের পর বছর সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে। ১৭৫টি মাদ্রাসার মধ্যে ৪/৫টি মাদ্রাসায় খেলার মাঠ ও লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই পুস্তক, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ ও খেলাধুলার সরঞ্জাম আছে মর্মে ভুয়া পরিদর্শন রিপোর্ট দাখিল করে আসছে। একই শিক্ষক একাধিক মাদ্রাসায় নাম লাগিয়ে চাকরি করে সরকারী অর্থ আত্মসাতের ঘটনাও অতি সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে। জেলা শিক্ষা দপ্তর ও মাদ্রাসা সূত্র অনুযায়ী, জলঢাকা উপজেলার খুটামারা ইউনিয়নের মাঝপাড়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার ফজলুর রহমান পার্শ্ববর্তী কিশোরীগঞ্জ উপজেলার বড়ভিটা মাদ্রাসায় ফজলুর রহমান আনসারী হিসেবে কর্মরত থেকে সরকারী অর্থ উত্তোলন ও আত্মসাৎ করে। উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে জলঢাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ও মাদ্রাসা কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া নিয়োগপত্র লাভের ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর একটি প্রভাবশালী মহলের চাপের কারণে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি মর্মে অভিযোগ রয়েছে। কামিল-ফাজিল মাদ্রাসাসমূহের সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক এবং দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি পদাধিকার বলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ। মাদ্রাসা চত্বরে পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সরকারী নির্দেশ থাকলেও ২/১ টি ছাড়া মাদ্রাসা চত্বরে সভা অনুষ্ঠানের নজির পাওয়া যায় না। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ পরিচালনা কমিটির সভাপতি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে ভুয়া প্রতিবেদন দাখিল করে সরকারের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে সেটিই অনেকের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।